কিশোর সিরিজ পর্ব-৪

রচনা
দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
লেখক, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক
প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
দর্শন বিভাগ, এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাবনা
অবসরপ্রাপ্ত মেজর, বিটিএফ

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

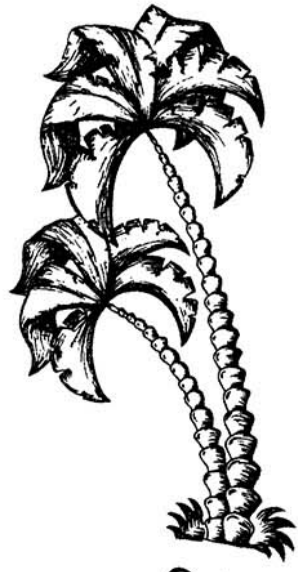

সূচিপত্র

- শেষ পরিণতি—০৭
- মৃত্যুশেকল—২৯
- সব কালো কলো নয়—৩৮
- ঈমান ইয়াকীনের পুরস্কার—৪৪

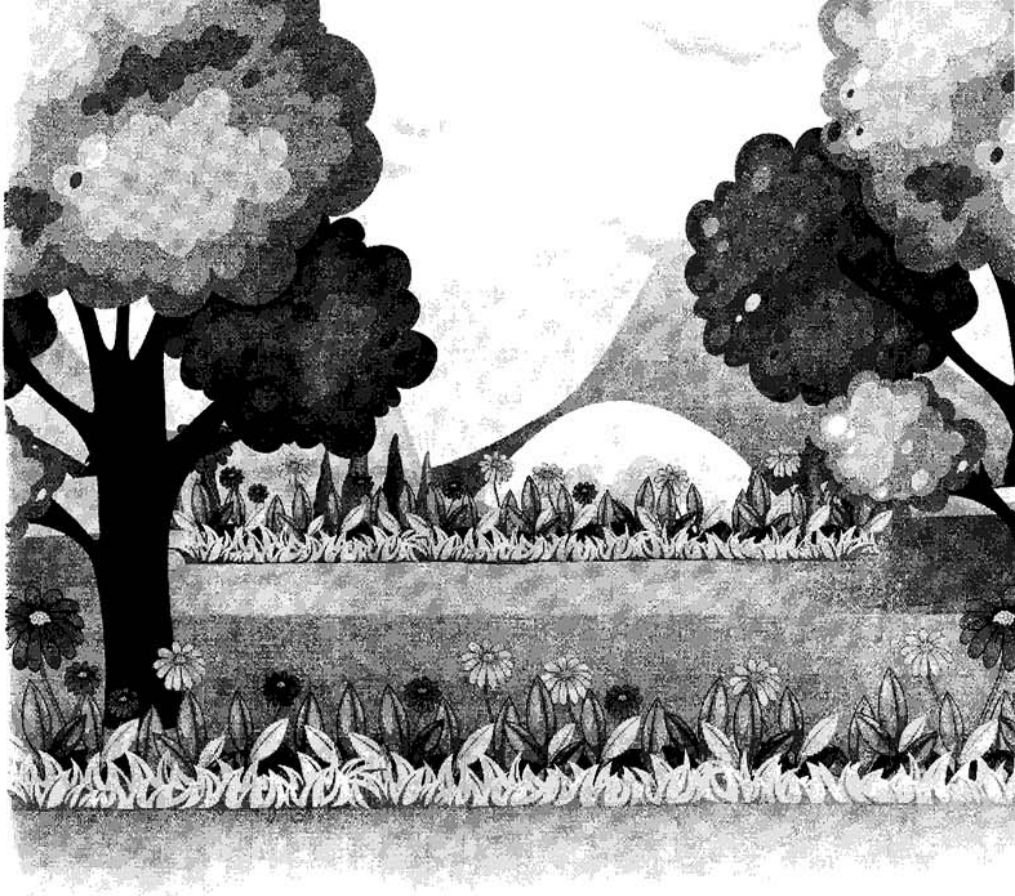

মৃত্যুশেকল

ছোট বন্ধুরা! আমাদের দেশে ছোটদের গল্প বলা শুরু হয় এই বলে 'একদেশে ছিল এক রাজা'! তারপর রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ইত্যাদি নিয়ে গল্প সিঁড়ি বেয়ে ওঠে যায় তরতর করে। এগুতে থাকে এর শেষ ধাপ পার না হওয়া পর্যন্ত। এভাবে চলতে থাকে... এ রকমই এক রাজার গল্প তোমাদের শোনাব। তবে এই গল্পে রাণী, রাজপুত্ররা নাই, তার স্থলে এ গল্পের রাজা অন্য রকম রাজা। শোনো তাহলে!

একদেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল বাগান করার শখ। দেশ-বিদেশের হরেক রকমের ফুল আর ফলের গাছ নিয়ে তার সুন্দর বৈচিত্র্যময় বাগান। নানা রকম ফুলের বাহার আর নানা স্বাদের ফলে তার বাগান থাকে সব সময় ভরপুর। দেশ-বিদেশে রাজার এই অদ্ভুত শখের কথা লোকের মুখে মুখে। কেউ তার হয়ে বিশেষ কিছু করতে চাইলে এমন একটা গাছ জোগাড় করার কথা সবাই ভাবে, যে গাছ সহজে পাওয়া যায় না।

একবার হল কি! এই রাজার পাশের এক রাজ্যের রাজার পক্ষ থেকে তাকে এমন একটা গাছ উপহার পাঠান হল, যে গাছে বছরে একটাই ফল ধরে। আর সে ফল যেমন লাল টকটকে তেমনি খেতেও মিষ্টি। এই আজব গাছ পেয়ে রাজা তো মহাখুশি। তিনি মালীদের সরদারকে ডেকে গাছের চারাটি দিয়ে বাগানের মধ্যখানে খুব সাবধানে চারাটি লাগাতে নির্দেশ দিলেন। আর প্রথম ফল আসলেই তাকে জানাতে বললেন। মালী মাথানত করে দরবার থেকে বের হয়ে এসে তার অধীনস্ত সমস্ত মালীদের ডেকে রাজ-আদেশ শোনালেন। বিশেষভাবে সকলকে বলে দেওয়া হল, যেন তারা সবাই চারাটির খুব যত্ন করে আর দেখে শুনে রাখে। এর অন্যথা হলে যে মৃত্যু অবশম্ভাবী তাও বলে দেওয়া হল।

কিছুদিনের মধ্যেই গাছটি লকলক করে বেড়ে উঠল। তারপর যথানিয়মে ফুল এল। রাজা তো মহাখুশি হয়ে দিন গুণতে লাগলেন। কবে নাগাদ ফল পাকে সেই প্রতীক্ষায়

থাকলেন। এক এক করে দিন কাটতে লাগল আর ফলটাও বড় হতে থাকল। অবশেষে ফল বড় হল। ধীরে ধীরে রঙও টকটকে লাল হয়ে গেল। রাজার আর তর সয় না। মালী এসে খবর দিল ফলটাতে পাক ধরেছে এবং আগামিকাল খাবার মতো হবে। শুনে রাজা পরের দিন সকালে নিজেই গাছ থেকে ফলটা তুলবেন বলে মালীকে জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু রাজার আর মনের আশা পূরণ হল না। পরদিন সকালে দেখা গেল যে একটা ইঁদুর গাছে ওঠে ফলটা খাচ্ছে। ইঁদুরটা যে কখন গাছে উঠেছিল সেটা কেউ দেখেনি। ফলটা খাওয়া প্রায় শেষ এমন সময় মালীদের একটা দলকে আসতে দেখে ইঁদুরটা লাফ দিয়ে নেমে গাছের পাশে একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। মালীরা হায় হায় করতে লাগল, কিন্তু তাদের এখন আর কিছুই করার নেই।

ভয়ে ভয়ে সরদার মালী মাথানত করে রাজার কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলল। ভয়ে তার পা কাঁপছে থরথর করে। না জানি রাজা তাকে কি কঠিন শাস্তি দেন। রাজা সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। মালীকে কোনো শাস্তিও দিলেন না। শুধু গম্ভীর হয়ে মালীকে বললেন, 'যেমন কর্ম তেমন ফল। ইঁদুর শিঘ্রই এর শাস্তি পাবে।' সত্যি সত্যি দুইদিনের মধ্যেই সবাই ইঁদুরের শাস্তি দেখতে পেল। দুইদিন পরে কোথা থেকে একটা সাপ এসে ওই ধেড়ে ইঁদুরকে ধরে নীচে নিয়ে যেতে লাগল। 'এই কে আছিস, লাঠি আন, বল্লম আন' বলে হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে গেল। ছোট মালীরা লাঠি নিয়ে আসতে না আসতেই সাপটা ইঁদুরকে মুখে নিয়ে একটা গাছের নিচের গর্তে

ঢুকে গেল। এখন গর্তের ভেতরের সাপ মারতে হলে গাছের নিচে গর্ত খুঁড়তে হবে। সে ক্ষেত্রে ওই গাছটি হয়তো মরেও যেতে পারে। সুতরাং রাজা সিদ্ধান্ত দিলেন যে, গাছটাকে পাহারা দিয়ে রাখা হবে। সাপটা আবার যখন ইঁদুরের খোঁজে বের হবে তখন তাকে মারা হবে।

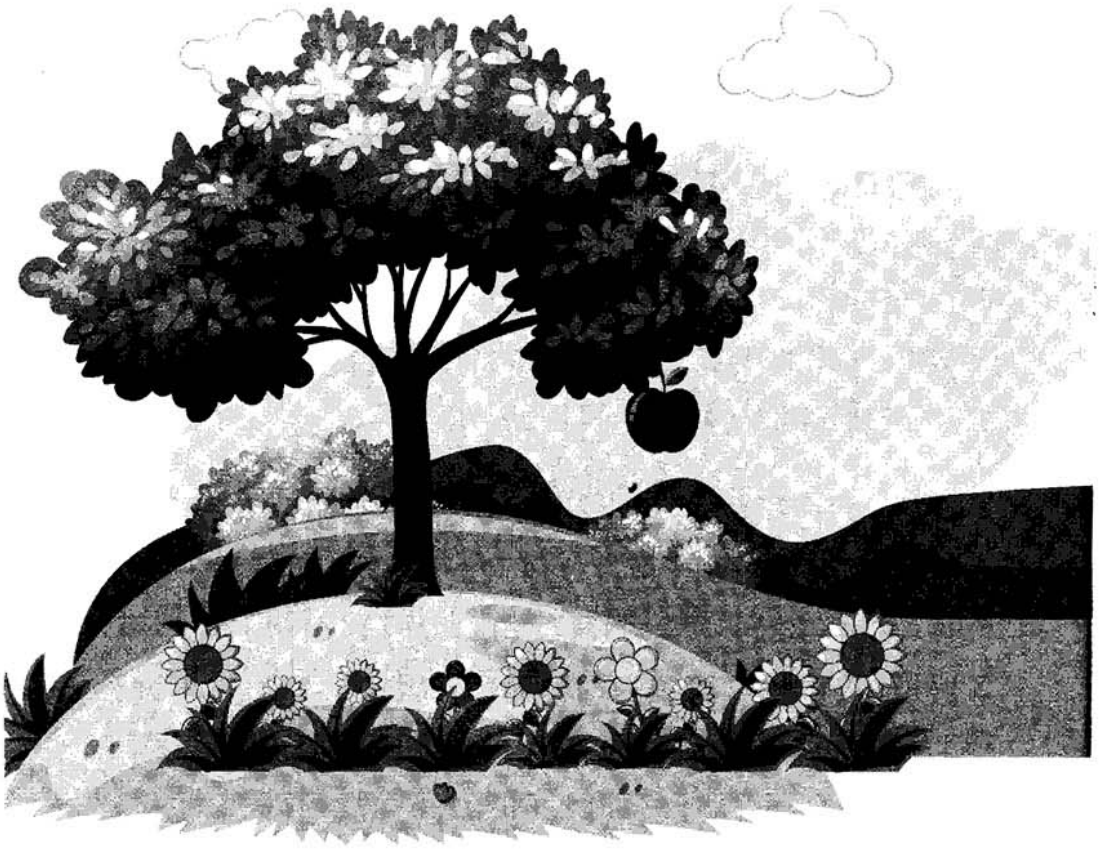

একে একে তিনদিন কেটে গেল, কিন্তু সাপটা তবুও গর্ত থেকে বের হল না। অবশেষে চারদিনের দিন সাপটা গর্ত থেকে মাথা উঁকি দিল। সঙ্গে সঙ্গে মালীরা এটা সরদারকে জানাল। ঠিক হল, সাপটা বের হলেই প্রথমে সরদার মালী এক ঘা দিয়ে

সাপটাকে আহত করবেন এবং তারপর অল্প বয়সী আরেকজন মালী সাপটাকে মেরে ফেলবে। সেই যুবক মালীটিকেও নির্ধারণ করা হল। সাপ মারলে রাজা নিশ্চয়ই পুরস্কার দিবেন। ফলে সরদার ও যুবক মালী খুব উৎসাহ নিয়ে একটু দূরে অন্য একটা গাছের পেছনে অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে অবশেষে সাপটা বাইরে কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে ধীরে ধীরে গর্ত থেকে বের হয়ে অন্য একটা ঝোপওয়ালা ফুল গাছের দিকে রওয়ানা হল। যুবক মালীটার আর তর সইল না। সরদার মালী যে আগে সাপটাকে মারবে সে কথা সে ভুলে গেল। দৌড়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকার আগেই সাপটাকে লাঠির বাড়িতে সে মেরে ফেলল। সরদার মালী এ ঘটনায় নিজের রাগ সামলাতে পারলেন না। তিনি হাতের লাঠি দিয়ে যুবক মালীর মাথার ওপর এক বাড়ি মারলেন। আঘাত গুরুতর হওয়ায় ততক্ষণাৎ যুবক মালীর ভবলীলা সাঙ্গ হল।

সঙ্গে সঙ্গে এই নিদারুন খবর রাজার কানে পৌঁছে দেওয়া হল। সাপটি যে ইঁদুর খাওয়ার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে সে খবরে তিনি খুশি হলেন। কিন্তু যুবক মালীকে হত্যার দায়ে সরদার মালীকে কয়েদখানায় আটকানো হল। ঠিক হল, আজ থেকে সাতদিন পরে বুড়ো মালীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং রাজা নিজেই তলোয়ার দিয়ে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবেন।

একে একে ছয়দিন পার হয়ে গেল। কিন্তু সরদার মালীর ভেতরে ভয়ের কোনো চিহ্ন বা ভাবান্তর দেখা গেল না। সে নিয়মিতই খানা খেল এবং তার প্রাত্যহিক কাজ চালিয়ে গেল।

অবশেষে সাতদিনের দিন সকালে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তার কোনো শেষ ইচ্ছা আছে কি না। সে গম্ভীর মুখে জানাল, সে রাজার সঙ্গে একাকী নিভৃতে কথা বলতে চায়। কথাটা এতই গোপন এবং জরুরি যে, এটা আর কেউই শুনতে বা জানতে পারবে না। মালীর এই অদ্ভুত শেষ ইচ্ছার কথাটা শুনে রাজা খুবই অবাক হলেন। কি এমন কথা, যে কথাটা আর কেউ শুনতে পারবে না, এমনকি তার প্রধানমন্ত্রীও না। অনেক ভেবে ভেবে তিনি কূল-কিনারাও পেলেন না। অবশেষে একজন মৃত্যু পথযাত্রীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি রাজি হলেন। আবার গোপন কথাটা কি এটা জানতেও তার খুব আগ্রহ হচ্ছিল। সুতরাং সরদার মালীকে হাত-পায়ে শিকল পড়িয়ে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। মালীর ইচ্ছানুসারে এবার সব লোক-লস্করও অন্দরমহল থেকে বের হয়ে গেল। শুধু প্রধানমন্ত্রী দরজা বন্ধ করে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আগেকার দিনে কয়েদীদের বিশেষ কোনো পোশাক ছিল না। এখন যেমন সাদার উপর কালো ডোরাকাটা পোশাক দেখেই কয়েদীদের চেনা যায় তখন এ সব ছিল না। যার যে পোশাক আছে তা পরেই সে থাকত। শুধু মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী যদি রাজার কোনো ক্ষতি করে এই আশঙ্কায় তার হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজার তা ভালো লাগল না। তা ছাড়া এই সরদার মালী তার অনেক দিনের পুরোনো। সব বাগান রাজার হয়ে সেই দেখাশোনা করে। সুতরাং রাজা তার হাত ও পায়ের শিকল খুলে দিতে বললেন। শিকলমুক্ত হতেই রাজা তখন মালীদের সর্দারের কাছে তার